



## 49022 - কঙ্কর নক্ষিপে সময়সীমা

### প্রশ্ন

আমি জমরাতে কঙ্কর নক্ষিপে করার সময়সীমা; শুরু ও শেষে সুনরিদষ্টিভাবে জানতে চাই

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

ঈদরে দনি জমরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নক্ষিপে করার সময়কাল সক্ষম লোকদের জন্য ঈদরে দনি সূর্যোদয় থেকে শুরু হয়। আর দুর্বলদের জন্য এবং নারী ও শিশু যারা মানুষেরে ভড়ি সহ্য করতে পারে না তাদের জন্য কঙ্কর মারার সময় শেষে রাত থেকে শুরু হয়। আসমা বনিতা আবু বকর (রাঃ) ঈদরে রাত চন্দ্র অস্ত যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন। চন্দ্র অস্ত গলে তিনি মুয়দালফি হতে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আসতেন এবং জমরাতে কঙ্কর নক্ষিপে করতেন।

আর কঙ্কর নক্ষিপে করার শেষে সময় হচ্ছে- ঈদরে দনিরে সূর্য অস্ত যাওয়া। আর যদি প্রচণ্ড ভড়ি থাকার কারণে কথিবা হাজীসাহেবে জমরাত থেকে অনেকে দূরে থাকার কারণে তিনি বলিম্ববে রাতেরে বেলো কঙ্কর মারতে পছন্দ করেনে তাতোে কোন অসুবিধা নাই। কনিতু এ বলিম্ব করা যনে ১১ তারখি ফজররে ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাওয়া পর্যন্ত না পৌঁছে।

পক্ষান্তরে, তাশরকিরে দনিগুলো তথা ১১, ১২ ও ১৩ তারখি জমরাতগুলোতে কঙ্কর মারার সময় হচ্ছে- সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়া থেকে শুরু অর্থাৎ মধ্যাহ্নে যখন যোহররে ওয়াক্ত শুরু হয় তখন থেকে রাত পর্যন্ত। যদি ভড়ি বা অন্য কোন কারণে কষ্টকর হলে তাহলে রাতেরে বেলোয় ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত কঙ্কর মারা যাবে। ১১, ১২ বা ১৩ তারখি সূর্য হলে পড়ার আগে কঙ্কর নক্ষিপে করা জায়যে নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য হলে পড়ার আগে কঙ্কর মারেননি। আর তিনি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: “তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদেরে হজ্জেরে কার্যাবলী গ্রহণ কর”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পচণ্ড গরমরে মধ্যযে থাকা সত্বেও কঙ্কর নক্ষিপে করার আমলটকি এ সময় পর্যন্ত বলিম্ব করা এবং পূর্বাহ্নরে সময় ঠাণ্ডা ও সহজ হওয়া সত্বেও পূর্বাহ্নরে নক্ষিপে না করা প্রমাণ করে য়ে, এ সময়রে আগে কঙ্কর নক্ষিপে করা জায়যে নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ার পর যোহররে নামায আদায় করার আগেই কঙ্কর নক্ষিপে করতেন। এটাও প্রমাণ করে য়ে, সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ার আগে কঙ্কর নক্ষিপে করা জায়যে নয়। তা না হলে সূর্য হলে পড়ার আগে কঙ্কর মারা উত্তম হত; যাত করে প্রথম



ওয়াক্তে যোহররে নামায আদায় করা যায়। কনেনা প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা উত্তম। মোদ্দাকথা: বহু দলিলি প্রমাণ করছে যে, তাশরকিরে দনিগুলতো সূর্য হলে পড়ার আগে কঙ্কর মারা জায়যে নয়। [ফতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা-৫৬০)]

তনি আরও বলেন:

ঈদরে দনি জমরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নক্শপেরে সময়কাল ১১ তারখিরে ফজর উদতি হওয়ার মাধ্যমে শেষে হয়ে যায়। আর দুর্বল ও তাদরে মত যারা মানুষরে ভড়ি সহ্য করতে পারে না তাদরে জন্য ঈদরে রাতরে শযোংশ থেকে শুরু হয়।

তাশরকিরে দনিগুলতো জমরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নক্শপেরে সময়কাল অপর দুইটা জমরাতে কঙ্কর নক্শপেরে মত সূর্য হলে পড়া থেকে (যোহররে প্রথম ওয়াক্ত থেকে) শুরু হবে এবং পররে রাত্ররি ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে; তবে সর্বশেষে দনি তথা ১৪ তারখিরে রাত্ররি ছাড়া। কারণ সো রাত্রতি কঙ্কর নক্শপে করার বধিান নই। যহেতে সূর্যাস্ত যাওয়ার মাধ্যমে তাশরকিরে দনি শেষে হয়ে যায়। তদুপরি দনিরে বলায় কঙ্কর নক্শপে করা উত্তম। কনিতু বর্তমানহে হাজীদরে সংখ্যা বড়ে যাওয়ার প্রকেষতি এবং হাজীদরে একরে প্রতি অন্যরে ভ্রুক্শপে না থাকার কারণে কটে যদি নিজরে জানরে আশংকা করে, শারীরকি ক্শতিরি ভয় করে কথিবা তীব্র কষ্ট হওয়ার শংকা করে তাহলে সো ব্যক্তি রাতহে কঙ্কর মারতে পারনে। এতে কোন অসুবধি নই। এমনকি এ সকল আশংকা না করলেও রাতহে কঙ্কর মারতে কোন অসুবধি নই। তবে, উত্তম হচ্ছ- এ মাসয়ালায় সতর্কতা অবলম্বন করা এবং প্রয়োজন ছাড়া রাতরে বলা কঙ্কর নক্শপে না করা।

[ফতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা ৫৫৭-৫৫৮)]